TOFU TRING

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

টোফু ফ্রিং

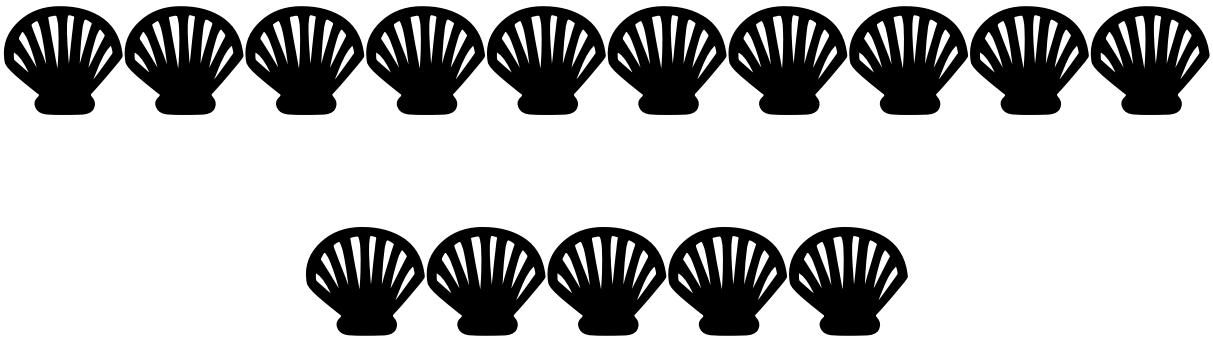

গার্গী ভট্টাচার্য

<u>পরম আদরনীয় ডিগডিগু বিগু স্প্যাগেটি কে:::</u>

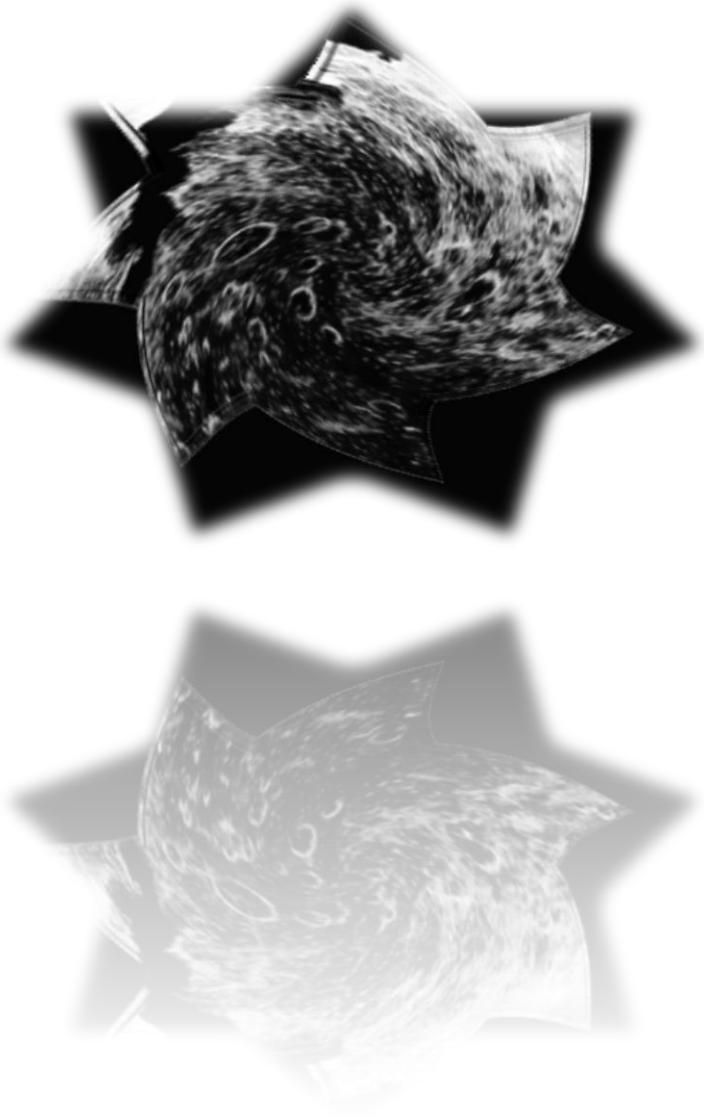

তারা আকৃতির লেক ঝিকিমিকি

ও মোহনভোগ গ্রামের ছবি

মোহনভোগ ,শহরের বাইরে একটি ছোট গ্রাম । চারদিকে সবুজ বন । টিলার ওপাড়ে কোনো মানুষ থাকেনা । শুধু ধু ধু মাঠ ।

এপাড়ে অনেক মানুষ বাস করে । সপ্তাহে দুবার হাট বসে ।

গরুর গাড়ি নয় মোটর বাইকে করে নিয়ে যাওয়া হয় জিনিসপত্র , খাট ও আলমারি এমনকি গরু অবধি । মোটর সাইকেল-গুলি একটু বড় ধরণের । সামনে বেঁধে নেওয়া হয় জিনিস বা পশু । পেছনে বসে চালক ।

স্কুলের বাসও সেই মোটর সাইকেল । এক একটিতে চার পাঁচজন বাচ্চা বসে যায় । কলকাকলি শোনা যায় তাদের ।

এই সুন্দর এলাকার বাইরে একটু দূরেই আছে একটি তারা আকৃতির লেক। জলের রং কোবাল্ট ব্লু বা ক্যাট ক্যাটে নীল। নাম ঝিকিমিকি। প্রাকৃতিক লেক। অল্প ঢেউ। সেই অপূর্ব লেকটি দেখতে বহু মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আসতো।

সেইরকমই রেনার দাদুও এসেছিলেন। কিন্তু আর বাড়ি ফিরে যাননি। আসার কারণ হল এই যে ইদানিং লেকের কাছে কেউ গেলেই নাকি স্ট্যাচু হয়ে যাচ্ছে , সেই খবর সংবাদপত্রে পড়েই আসেন রেনার দাদু হারান মোদক।

কিন্তু নামের মতনই, একদিন নিজেও হারিয়ে যাবেন তা কি উনি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিলেন ? তাহলে কি আর আসতেন এখানে ?

রেনার ভাই রাভা আর রেনা ,দুই ভাইবোন –বাবা, দাদু ও কুট্টিমণির সাথে কলকাতায় থাকে। বাইপাসে ওদের বাড়ি । রুবি জেনেরাল হাসপাতালের কাছে। ওর দাদু – অন্ধবিশ্বাস , কুসংস্কার এবং অবৈজ্ঞানিক জালে জড়ানো কিছু কোথাও দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এবারও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। কিন্তু এবার আর উনি বাড়ি ফিরতে পারলেন না।

রেনার মা ,ওর ভাই রাভার জন্মের সময়ই স্বর্গে চলে গেছেন। ওর বন্ধুরা ওকে ক্ষ্যাপায় : স্বর্গে গেছে কি করে জানলি ?

রেনা চটে ওঠে। ওরা তখন মজা পেয়ে আরো ক্ষ্যাপায়।

ওর ভাই রাভা একস্ট্রা পাকা। অসম্ভব পাকামি করে। যখন লোয়ার ইনফ্যান্টে পড়তো তখন ওকে একজন জিজ্ঞেস করেন : খোকা তুমি তো নার্সারিতে পড়ো তাইনা। রাভা উত্তর দেবে কি ? রাগে গজগজ করতে থাকে। শেষকালে বলে ওঠে :

আমি নার্সারিতে নয় , আরো উঁচুতে – লোয়ার ইনফ্যান্টে পড়ি হাঁদা , বলেই বলে ওঠে , উহুম উহুম , হাঁদা নই আমি ।

রেনা আর রাভা

ও বাড়ি ফিরে ভাইকে বলে মায়ের স্বর্গে যাবার ব্যাপারটা । ভাইয়ের বুদ্ধি , বাবার বুদ্ধি আর দাদুর বুদ্ধি ওদের বাড়িতে সব থেকে বেশি । রেনা বোকা । আর আরো বোকা ওদের চাকরাণী কুট্টিমণি । কারণ ওরা দুজনেই মেয়ে । মেয়েরা বোকা হয় সবাই জানে । হনুমান দেখেছো ? ওরা মেয়েদের আক্রমণ করে । কিন্তু সঙ্গে একটি বিশেষ শিশু থাকলে অর্থাৎ বাচ্চা ছেলে হনুমান পিছু হটে । কাজেই হনুমানও জানে যে মেয়েরা বোকা আর দূর্বল । তো যাইহোক, ভাই রাভা সব শুনে

টুনে বলে : ওকে বলবি যে মা নরকে গেলে তুই ঠিকই খবর পেতিস কারণ তোর দাদু দিদাও তো ওখানেই আছেন।

কুট্টিমণিকে দেখে কেউ কাজের লোক বলবে না। ভুরু চেঁছে , মুখে রং চং মেখে , কানে ঝুমকো , ঠোঁটে লিপস্টিক ও চোখে রোদচশমা পরে থাকে। দেখে সবাই ভাবে ওর পিসি। কিন্তু আসলে ও তা নয়। রাভা বলে : কুট্টিমণি পিসিও না আর PC (computer) ও না। একটি ইডিয়েট। নেহাৎ আমি কুকিং পারিনা তাই ওকে তোয়াজ করা।

রাভা সবসময় নানান যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচড়া করে। গ্যাজেট ফ্রিক। ওদের বাবা প্রযুক্তিবিদ্। রোবট নিয়ে কাজ করেন। এখন উনি ন্যানোবট নিয়ে ব্যস্ত। এই মাইক্রো রোবটগুলি অনেক কাজ করতে সক্ষম যা সাধারণত: সম্ভব নয়। তবে ওদের বাবা -- কে কে মোদক বা খামখেয়ালি মোদক কাজ করেন মেডিক্যাল ন্যানোবট নিয়ে।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোবটগুলি , মানুষের শরীরে -রক্তের মাধ্যমে ঢোকে । ইঞ্জেকশানের সাহায্যে । তারপরে বিভিন্ন অর্গ্যানে গিয়ে কোষের মধ্যে কাজ শুরু করে । সেলুলার লেভেল কাজ বলে একে । কোনো কোষে কোনো ত্রুটি দেখলেই অথবা জীবানুর উৎপাত দেখলেই ন্যানোবট ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের খতম করে ফেলে বা খেয়ে ফেলে কপ্ করে ।

সেই মিনি-বটের অনেক ক্ষমতা । এই প্রায় অদৃশ্য রোবটগুলি তৈরিতে একটি বিরাট ভূমিকা আছে, ওদের বাবা-খামখেয়ালি মোদকের । নিজে এইগুলির মধ্যে অনেকগুলি আবিষ্কার করেছেন । রেনা ও রাভা খুবই গর্ব বোধ করে তারজন্যে ।

--হে হে আমাদের বাবা হন উনি । আমরা কিচ্ছু না ওঁর কাছে । হে হে আমরা সবাই ডিগবাজি খাই বাম্পির কাছে ।

রাভা বেশির ভাগ সময়ই বাম্পির ল্যাবে কাটায় । ওকে একটা ছোট্ট ল্যাব করে দিয়েছেন বাম্পি । বাবাকে বাম্পি কেন বলে ওরা জানো ? ওদের তো মা নেই । তাই বাবা বলেছেন যে আমাকে বাবা আর মাম্মির মতন করে বাম্পি ডাকবে । তাই ওরা এরকম ডাকে ।

রাভা ব্যাটা বদমাইশও বটে , মাঝে মাঝে দিদিকে মুখোশ পরে ভয় দেখায় ! তখন রেনা ভীষণ রেগে যায় । পরমুহুর্তেই মনে হয় : আহা, মা মরা ভাইটা আমার । কত

ছোট। কি আর হয়েছে আমাকে একটু ভয় দেখালে। এটাই তো ওর একমাত্র মজা। ভাইকে খুবই ভালোবাসে রেনা। তবে রাভার মুডের ওপরে সব নির্ভর করে। মুড ভালো থাকলে খুব দিদি দিদি করে। নাহলে ওর অন্য রূপ। খুবই মেধাবী ভাইটি ওর। দুবার ডবল প্রমোশান পেয়েছে। কিশোর ও শিশুসাহিত্য একেবারেই পছন্দ নয়। বড়দের বইগুলি পড়ে। ও তো চিন্তাশীল , তাই। তবে ফেলুদা আর শার্লক হোমস্ দারুণ প্রিয়। ওর কাছে ওরা জীবন্ত। ওর ঘরে ওদের ফটো পুজো করে।

রাভা এমন চ্যাংড়া হয়েছে যে দিদিকে ভয় দেখিয়ে মজা পায়। ওকে ভয় দেখানো ব্যাপারটা ওর ভাইয়ের কাছে ফান্।

রেনাও ওকে নিয়ে এখন মজা করে। বলে : আমি বাংলা বলতে পারি গড়গড় করে। তোর মতন কলকাতায় বড় হয়েও একটি বাক্যে পাঁচটা ইংরেজি কথা বসাই না , বুঝলি বুদ্ধুরাম ! বাইরে গিয়ে বাগানে ফুলের ফোটা দেখি , তোর মতন মনিটরে , ই- বাগানে ,ই-ফুল দেখিনা !

দুই ভাইবোনে মিলে ভালই সময় কেটে যায় খুনসুঁটি করে। তবে ওর ল্যাবে রেনা ঢুকলে ও খচে বোম হয়ে যায় ! একদিন দরজার বাইরে বড় বড় করে কাগজ সেঁটে দেয় : গার্লস্ (ভেরি ভেরি ইয়াং) মানে কুট্টিমণি নয় কারণ সে আসা বন্ধ হলে

মোমো, ওমলেট , মিল্ক শেক , পিৎজা আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই লিখে দিয়েছিলো , গার্লস্ (ভেরি ভেরি ইয়াং) উড বি প্রসিকিউটেড ।

অসাধারণ বুদ্ধির প্রথম পরিচয় দেয় রাভা , একটি গ্রামে বেড়াতে গিয়ে। নেহাৎই শিশু তখন সে। তা সেখানে কয়লার ইঞ্জিন দেখে আগুন ও ধোঁয়ার ব্যাপারটা ওর চোখে পড়ে সবার প্রথম। ও চীৎকার করে বলে ওঠে : ঐ দেখো সবাই , ওখানটায় রেলগাড়িটার ম্যাকডোনাল্ডস্ আছে। রান্না হচ্ছে কেমন।

ও বিদেশে তো গেছে তার আগে তিনবার, বাবার মানে বাম্পির সাথে। একবার ওর জন্মদিনে পেয়েছিলো একটি ব্যাটারি চালিত দুই সিটের গাড়ি। ওর বাবার তৈরি। ৭৫ কিলোমিটার অবধি চলে। ব্যাটারি চার্জ হয় দিনের বেলায় , সূর্যের আলোতে। গাড়িটার নাম বাম্পি দিয়েছেন : বোনো।

এখনও দুই ভাইবোন ঐ গাড়ি চড়ে, ফুটপাথ দিয়ে ঘুরতে যায়।

দাদুও খুব মিশুকে। ওদের সাথে কত খেলতেন। টেনিস , ব্যাডমিনটন , ফুটবল , লুডো , ভিডিও গেমস্ , মর্টাল কম্ব্যাট এমনকি দাবা ।

দাবা খেলায় রেনাকে নিতো না রাভা। ও মেয়ে বলে। ও নাকি চাল দিতে পারবে না। ওর বুদ্ধিতে কুলাবে না। রেনার সয়ে গিয়েছিলো এই বুলিং , তাই চুপ করেই থাকতো। দাদু অবশ্য ওকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু সেই দাদু অনেকদিন হল গেছেন আর ফেরেন নি। শেষে জানা গেলো উনি হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে গেছেন। যার খোঁজে আসা নিজেই সেই জিনিস হয়ে যাওয়া , কেমন আজব ব্যাপার তাই না ?

কাজেই রেনার মনে হল যে – দাদুকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবেনা , যে চলে যায় সে আর ফেরেনা এটা রেনার মতন মোটামাথা মেয়েও বোঝে । তবে যদি দাদুর এই স্ট্যাচু রহস্য সমাধান করা যায় তাহলে হয়ত বাম্পি ও রাভার চোখে ও একটু জাতে উঠবে । ওরা অবশ্যই বলবে যে এটা পুলিশের কাজ । রেনা না করলে পুলিশই করে ফেলতো । কিন্তু বাবা বা ভাই যা যন্ত্রপাতি বানায় তা কি অন্য কেউ চট্ করে বানিয়ে ফেলতে পারে ? বিশেষ করে ন্যানোবট ? কাজেই তখনও ওরাই পাহাড়ের চূড়ায় ।

রেনা এসব মনে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে মোহনভোগ গ্রামের কাছে । সঙ্গে এসেছে কুট্টিমণির বোন কালোমণি । সে বেশ অনেকটা বড় । কলেজে পড়তো । এখন ছোটদের স্কুলে পড়ায় । সেও এসেছে মেয়েদের বুদ্ধি আছে প্রমাণ করার জন্যে । রেনাকে সাহায্য করছে সেই কারণে । দুজনে একটি গ্রাম্য হোটেলে উঠেছে তার

নাম রসমালাই ।

সেখানে জব্বর রসমালাই পাওয়া যায় । একটা খেলে অন্যটা ফ্রিতে দেয় । বাঘা বাঘা সাইজ **হোটেলে ; রসমালাই** !!

এই হোটেলে আবার প্রতিভাবান বলে এক জাতের মানুষ উঠেছে । তারা বিশেষ ক্ষমতাধারী । বুক চিতিয়ে হাঁটে । প্রতিভা নিয়ে এসেছে জন্মের সময় রাভা ও বাম্পির মতন । তারা এক একটা কেউকেটা ।

রেনার প্রতিভা কি উপায়ে বাড়তে পারে জানতে চাওয়ায় ওরা কেউ কিছু বলতে পারলো না । একজন ঘাড় টাড় নেড়ে বললো : এগুলো আকাশ থেকে নিয়ে নামতে হয় । মাটিতে কিছু হয়না ।

কুট্টিমণির বোন কালোমণি জিজ্ঞেস করে ওঠে,কিসে করে নামা হয় আকাশ থেকে – প্যারাশুটে করে নাকি বাঞ্জি জাম্পিং ?

লোকটি কটমট্ করে চেয়ে সরে পড়ে ।

ওরা দুজনে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে : এমা, হেরো হেরো । ভয়ে পালাচ্ছে ।

আমাদের মতন বোকারা না থাকলে বুঝতেন কী করে যে আপনারা পেতিভাবান ?

অমন পেতিভার মুখে আগুন ! হেরো হেরো---!!

রেনা আবার বাড়িতে ক্লাস নেয় । স্কুল থেকে ফিরেই হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে ক্লাস শুরু করে । দরজাটা হয় ব্ল্যাক বোর্ড । চক্ নিয়ে লিখে অংক করায় । ছাত্রছাত্রী হল ওদের বাড়ির আশেপাশের কাজের লোকের সন্তানরা । রোল কল করা ওর বিশেষ প্রিয় । বাম্পির পুরনো একটা ল্যাবের খাতা নিয়ে নাম ডাকে । লাল কালি দিয়ে মার্ক করে ।

পেজেন প্লিজ বললে শুধরে দেয় চোখ কট্মট্ করে ।

- কতবার বলেছি না ওটা প্রেজেন্ট হবে পেজেন নয় । কিছুতেই শেখো না তোমরা ।

  তারপরে মিসেস ভোজওয়ানি মিসের মতন হাতকাটা জামার ওপরে পরা ওড়নাটা একটু টেনে নেয় যেমন মিস শাড়ির আঁচল টানেন ।

মিসেস ডিভিয়া ভোজওয়ানি খুব স্টাইলিশ। ওরকম সাজতে চায় রেনা কিন্তু শরীরে দেয়না। ও তো এখনও সেরকম বড় হয়নি তাই।

হাড় বজ্জাত ভাই রাভা বলে : দিদি তুই ক্লাস নেওয়া বন্ধ কর। তুই ক্লাস নিলে ওরা কোনোদিনই পাশ করবে না। আমি এক ছাত্রকে ডেকে জানতে চাইলাম – বলো টুয়ের পরে কি ? বলে কিনা থিরি।
পরের প্রশ্ন করলাম , বলো টু বানান কি ? বলে – টি ও ডাবলু , অত্যন্ত বিরক্তির সাথে জানতে চাইলাম: বলো ভারতের রাজধানী কি ? বলে কিনা : কলকাতা। তাহলেই বোঝ তোর স্টুডেন্টদের অবস্থা।
আসলে পড়াশোনা করাতে হলে নিজেকে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হতে হয়। নাহলে ওদের মতনই হবে। একটু অফবিট্ প্রশ্নও করেছিলাম। সেটাও পারেনি। জানতে চেয়েছিলাম : ভারতের বাদশাহ্ কে ?
ওমা ! প্রেসিডেন্ট , প্রাইম মিনিস্টারের নাম না বলে ,বলে কিনা : শাহরুখ খান !

রেনা কোনো উত্তর না দিয়ে সরে যায় ধীরপদে। রাভার কাজই যেন বড় দিদিকে অপদস্থ করা।

ওরা মোহনভোগে আসার সময় বন, পাহাড় আর সবুজ ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কু ঝিক ঝিক করতে করতে এসেছে। চারপাশ খুব সুন্দর। রেলগাড়িটার ছাদ খোলা। সার দিয়ে সবাই বসে।অপরূপ সিনারি দেখতে দেখতেই পৌছে যায় মোহনভোগ গ্রামে।

রসমালাই-এর ঘর বুক করে এসেছে আন্তর্জালে। গ্রাম্য হলেও বেশ নামকরা। অনেক ফরেনার মানে বিদেশীও আসে। একজন না জেনে এক ঠাকুরের ট্যাটু করে আসে ওর পায়ে। ওরা হাফ প্যান্ট পরে তাই সাদা চামড়ায় নীল ট্যাটু সহজেই চোখে পড়েছে সবার। লোকে রেগে গেলেও -প্যাদানি মার্গ দিয়ে না গিয়ে শান্তিমার্গের পথে গেছে। অহিংসার পথ। তাই ওকে ধরে নিয়ে এলাকার সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে, ওর কপালে ওদের দিয়ে উল্কি করিয়ে ছেড়েছে। সেটা একটি কঙ্কালের উল্কি। যাতে ওর মুখ দেখেই লোকে ভয় পেয়ে যায় আর পা অবধি না তাকায়। ওরা তো তেমন ইংরেজি পারেনা তাই ট্যাটু কে বলেছে টুটু। টুটুর জবাব ওরা দিয়েছে থুথু দিয়ে নয় , সাঁওতালি উল্কি দিয়ে। রসমালাই হোটেল যেখানে, সেখানে রসরাজ মানুষেরাই তো থাকবে। তাই না ? এই গ্রামের মানুষকে তাই লোকে রসরাজ বলে ডাকে।

ঐ তারা-আকৃতির লেক দেখতে অনেকেই আসে। আরো সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে আশেপাশে। স্ফটিকের পাহাড় আছে যেখানে সূর্যের আলো পড়ে বর্ণালী তৈরি হয়। দেখার মতন জিনিস। আছে আইসক্রিমের রাজপ্রাসাদ। ঘরের জানালা -দরজা খুলে খেয়ে নেওয়া যায়। কোথাও আছে পুডিং এর সোফাসেট।

আর আছে তিন সেন্টিমিটার সাইজের কয়ূর পাখি। এরা লাল টুকটুকে দেখতে। ঝুঁটি সবুজ। ডানায় অল্প নীল কারুকার্য।

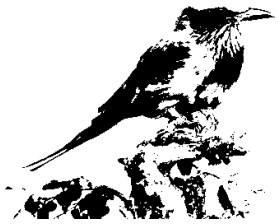

সেই অতিক্ষুদ্র পাখিকে দেখতে অনেকে আসে। আর আছে সাদা পাখি। কালো মাথা। একে লোকে ডাকে শিখামণি বলে। ওরা মোহনভোগে এসেই এই বিশেষ পাখির দর্শন পেয়েছে। আরেক পাখির দল ডোরাকাটা। নাম জেব্রা পাখি। বা গামছা পাখি।

একদিন গ্রামের কিছু ছেলেমেয়েরা মিলে গেলো তারা আকৃতির লেক দেখতে । ওরা বললো যে রেনা ও কালোমণিকে লেকের কাছে দিয়ে ওরা চলে আসবে । নাহলে ওরাও স্ট্যাচু হয়ে যেতে পারে । রেনারা রাজি হয় । মেয়েগুলোকে অনেক রসমালাই খাওয়ালো । পরের দিন কচি মূলো কোচড় ভরে নিয়ে ওরা গেলো লেকের পাড়ে । গরুর গাড়ি চেপে । মূলোগুলো মেয়েরা এনেছে ওদের গ্রামের ক্ষেত থেকে । সেখানে ওদের বাবা ও ভাইয়েরা সবাই চাষ করে । এই মেয়েদের, কারোর কাছে বুদ্ধি পরীক্ষা দেবার নেই কারণ ওদের বাড়িতে কারোরই বুদ্ধি নেই ।

মেয়েরা তো বোকাই , ছেলেরাও বোকা। নাহলে কেউ চাষ বাস করে জীবন কাটায় ? স্কুলে না গিয়ে ? যারা বি-কম পড়ে রেনার ভাই রাভা বলে যে তাদের বুদ্ধি কম সে ছেলেই হোক বা মেয়ে। আর যারা এম- কম পড়ে তাদের মেধা কম। এই কৃষক মানুষগুলি সম্পর্কে রাভার কথা হল : এরা যদি বুদ্ধিমান হত তাহলে ট্রি সার্জেন হতে পারতো।

ট্রি সার্জেন হল:: বিদেশে যারা গাছ কাটে তাদেরকে বলা হয়।

কারণ ওরা বিরাট বিরাট গাড়ি চেপে ও বড় বড় ক্রেন নিয়ে গাছ কেটে ফেলে কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই।

বুদ্ধিমান হলে, রোজ ঘোড়ার ঘাস না কেটে ওরা গাছ কাটার সার্জেন হতে পারতো।

রাভা ও বাম্পির জগতে কেবল দুই ধরণের মানুষই আছে। বোকা আর চালাক। রাভা সম্প্রতি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা মাথার কাছে মানে কপালের সামনে ধরলেই মানুষের বুদ্ধি উঠে আসে তাতে। ওটা মাপা হয় সিসি -তে। কারণ রাভার মতে বুদ্ধি গ্যাসের মতন মাথার ভেতরে থাকে। আর দেখা যায়না।

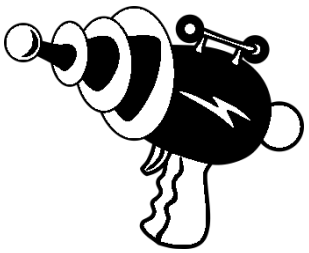

লেকের কাছে এসে ওরা উপযুক্ত জায়গা নিয়ে পাথরের আড়ালে বসে থাকে যদি কিছু দেখা যায়। সঙ্গে এনেছে অনেক শুকনো খাবার। দুদিন এইভাবেই কেটে গেলো। শেষে তিন নম্বর দিনে দেখা গেলো এক অদ্ভুত জীব। ছানার মতন সাদা ও থালার মতন গোল শেপ। কেমন চেপ্টে বসে আছে! সেই জীবটি লেকের ধারে বসে রোদ পোহাচ্ছে। ওপরে একটি বাদামী পাতলা আস্তরণ।

চুপচাপ বসে আছে। পরপর দুদিন দেখা গেলো। চুপ করেই বসে থাকে। টু শব্দ টি করেনা। মনে হয় বেশ নিরীহ ও শান্ত। একদিন কালোমণি সাহসে ভর করে এগিয়ে যায়। জানতে চায় –তুমি কে গো ? রোজই দেখি এখানে।

জীবটি ভয় না পেয়ে কুতকুতে চোখ মেলে চায়। স্বচ্ছ নীল চোখ। তারপর হিসহিসে গলায় বলে ওঠে : আমি টোফু ট্রিং। এক ধরণের মাশরুম।

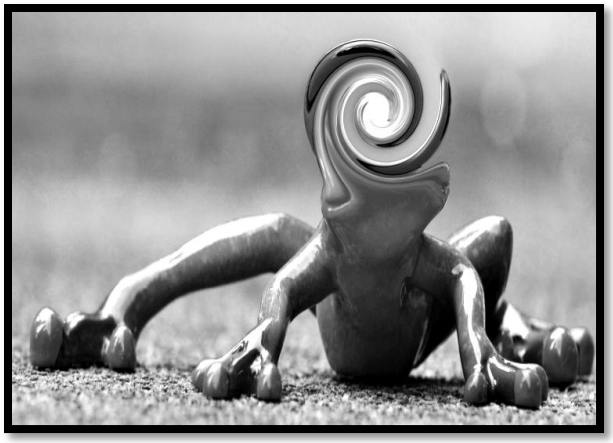

এই লেকে আমাদের বাড়ি ছিলো । আমরা অনেকে এখানে থাকতাম । আমাদের শরীর অনেকটা তোমাদের নিউট্রেলা মানে সয়াবিনের মতন । পাড়ে বসে থাকলে শুকনো । জলে নেমে গেলেই ফুলে ওঠে । আমরা নিরীহ ছত্রাক । হেসে খেলে ভালই ছিলাম । কিন্তু তোমরা মানুষেরা আমাদের নির্বংশ করে দিয়েছো । আমার সব বন্ধুদের মেরে ফেলেছো । সব আত্মীয়দের খতম করেছো । কি ক্ষতি করেছিলো ওরা তোমাদের ?

গড়গড় করে কথাগুলি বলে চোখ পিটপিট করতে লাগলো টোফু ট্রিং । ওর দু:খটা বুঝি বুঝতে পারলো কালোমণি । দেখলো টোফু খুব দুখী । বেচারা ছাতা !

এখন টোফু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে আকাশ দেখছে । কালোমণি ওকে বিদায় জানালো । টোফু আবার থ্যাংক ইউ বললো । বার বার থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ বলছে দেখে কালোমণি জানতে চায় যে এতবার বলছে কেন ?

টোফু বলে : আমি তোমাদের মতন প্রতি কথায় থ্যাংক ইউ বলতে পারিনা । তাই একবারে অনেকগুলো দিলাম , থ্যাংক ইউ ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখো । পরে কখনো ভুলে গেলে ওখান থেকে নিয়ে নিও । থ্যাংক ইউ ক্রেডিট কার্ড এটা ।

পাথরের আড়ালে এসে রেনাকে সব বললো কালোমণি । রেনা তখন কালোমণির সাথে বাইরে এলো । কিন্তু টোফু নেই । হয়ত জলে নেমে গেছে ।

চারদিকে চেয়েও ওকে দেখা গেলোনা কোথাও ।

পরেরদিন ভোরে রেনা একটু টয়লেটে গিয়েছিলো । গাছের পেছনে । দেখে টোফু বসে আছে বালির ওপরে । সেই কেমন যেন চেপ্টে । ও মোটে নড়েনা !

ওকে দেখে কেমন চোখ পিটপিট করছে , হেসে বলছে : আমি টোফু ট্রিং । তুমি কে গো ?

রেনা খেঁজুড়ে আলাপে হেসে বলে-আমি রেনা মোদক । আমার ভাই রাভা মোদক ।

টোফু একগাল হেসে ওঠে । তারপর বলে : আমার ভাই ক্রিং । আমার বাবা সফি ঘ্রীং ঘ্রীং । আর দাদু কফিটফি বিং বিং বিং ।

আমাদের মধ্যে চারটে জেনেরেশান আছে। সবচেয়ে ছোটজনের একটাই নাম। তাই ক্রিং। পরের জন টোফু ট্রিং। তারপরের জন- সফি ঘ্রীং ঘ্রীং। আর সবচেয়ে ওপরের জন ,মানে দাদু : কফিটফি বিং বিং বিং।

নাম শুনেই বুঝে যাবে কে সবচেয়ে ছোট। দাদু আর বাবাই একমাত্র বংশ বাড়াতে পারে। আমাদের মতন ছোটরা পারে না। ওরা সাইডে সরে গেলেই আরেকটা ক্রিং , ঘ্রীং ঘ্রীং বা টোফু ট্রিং যা চাও তাই তৈরি হয়ে যায়।

ছোটরা এইভাবেই জীবন কাটিয়ে দেয়। খেলেধুলে , মজামস্তি করে।আর দাদু বা বাবা বংশ বাড়ায় অথবা ছোটদের ঘুরতে নিয়ে যায় সমুদ্রে। সমুদ্রের তলা দিয়ে গুপ্ত জলরেখা আছে। সেই পথে। তোমরা মানুষেরা আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলতে। আমাদের খেয়ে নিলে গায়ের থেকে একটা পচা গন্ধ বার হয়। খেতে আমাদের খুবই ভালো। দারুণ টেস্ট -তাই লোভ সামলানো দায়। কিন্তু ঐ গন্ধের জন্যে শেষমেশ মানুষ এই লেকে ওষুধ দিয়ে দিলো। কারণ ওরা পরস্পরের গায়ের গন্ধে পাগল হয়ে যাচ্ছিলো। তাতেই আমাদের সমস্ত ভাইবোনেরা , বন্ধুরা শেষ। আমি , ক্রিং আর আমাদের বাবা তখন সমুদ্রে ঘুরতে গিয়েছিলাম। তাই বেঁচে গেছি

। দাদু লেকের একদম তলায় একটি পাথরের বাক্সে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলো। তাই বেঁচে গেছে ।আমরা ঘুম থেকে তিনমাস পর পর উঠি। দাদু উঠে দেখে- সব শেষ। জল বিষমুক্ত হয়ে গেছে ততক্ষণে। সবাই বিষ টেনে নিয়ে মারা গেছে।

বলেই হাউ হাউ করে বুক চাপড়ে কেঁদে ওঠে টোফু ট্রিং।

ওর ছোট ছোট দুটি হাত আছে তাই দিয়ে বুকে চাপড় দিচ্ছে। হাউ হাউ শব্দ করছে।

দেখে অসম্ভব হাসি পাচ্ছে। কেমন কার্টুনের মতন লাগছে --হাউ হাউ। কিন্তু এইসময় হাসা ঠিক না। তাই মুখটা যতটা সম্ভব গম্ভীর করে রেনা বলে : কিন্তু মানুষেরা এখানে স্ট্যাচু হয়ে যাচ্ছে কি করে ? তুমি কি জানো সেই রহস্যের কারণ ?

টোফু ট্রিং যেন এই জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলো।

বেশ গলা চড়িয়ে বলে উঠলো : আমরা , এই আমরা তিনজন এটা করছি। প্ল্যানটা দাদুর। দাদু বলেছে যে মানুষ এতদিন আমাদের খেয়ে নিতো কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করিনি। তারপর আবার আমাদের মেরে উৎখাতও করতে চেয়েছে। এবার কিছু একটা করতেই হবে। নাহলে পেয়ে বসবে আমাদের দুর্বল ভেবে। লড়াই , লড়াই, লড়াই - যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে।

তাই আমরা ব্রহ্মাস্ত্র বার করি । এই যে এই হাত দেখছো এখানে দেখো একটা বড় আঙুল আছে।

সত্যি একটা আঙুল যেন ফ্লোল্ড করে রেখেছিলো টোফু ট্রিং । অনেকটা আমাদের ফোল্ডিং ছাতার মতন । সেই আঙুল নাকি বিশেষ ধরণের গামা রশ্মির উৎসস্থল । ওরা রেগে গিয়ে ঐ রশ্মি তৈরি করতে পারে । আগে পরিবেশ থেকে শুষে নেয় । নিয়ে জমিয়ে রাখে ,নিজেদের এনার্জি বাড়ায় মানে ওটা ওদের হরলিক্স , বোর্নভিটা। রেগে গেলে বেরিয়ে আসে । যখন কারো দিকে আঙুল তাক করে, তখন সেই গামা -রে বেরিয়ে আসে আর সেই বস্তুকে বিকিরণে ভরিয়ে দেয় । ওদের নিজেদের দেহে কোনো ক্ষতি হয়না কারণ ওদের শরীর ফেমটোফেম নামে এক বিশেষ বস্ দিয়ে ঢাকা । গাঢ় রং তার । আসলে সেটার জন্যেই ওদের স্বাদ মানুষের এত ভালোলাগে ।

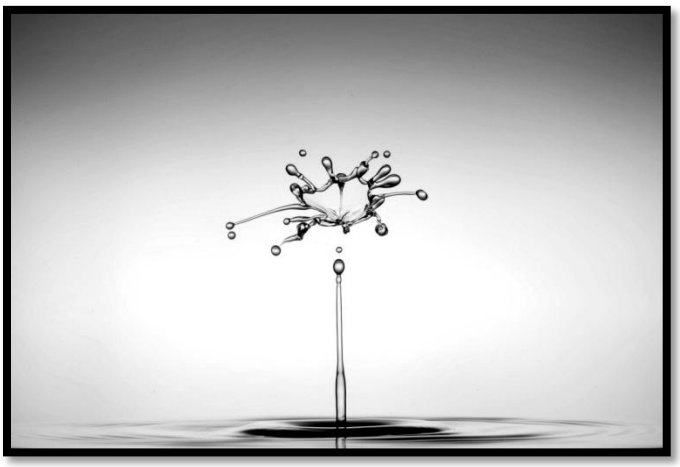

বহু আগে যখন মানুষ রেডিও অ্যাকটিভ বস্তুর ক্ষতির পরিমানের কথা জানতো না তখন অনেক রকম জিনিসপত্র বাজারে বিক্রি হত যাতে এইসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকতো । যেমন টুথপেস্ট , লিপস্টিক , ক্রিম , চকোলেট ইত্যাদি । পরে এদের বিষাক্ত ভাব বোঝার পরে মানুষ ওগুলি বন্ধ করে দেয় । কিন্তু টোফু ট্রিং এর মতন জীবের তাক করা তেজস্ক্রিয় গামা রশ্মি ,মানুষকে একদম স্ট্যাচু করে দেয় । প্রাণও নেই, দেহের নরম ভাবও নেই । সমস্ত অর্গ্যান জমে গেছে । শুধু পরে আছে কিছু পরণের পোষাক । যা গামা রশ্মির বিকিরণে বাতাসে উড়ে গিয়েছিলো----!!

লেকের জল ও গামা রশ্মি

ফিরে এলো দাদুর স্ট্যাচু রহস্য সমাধান করে , রেনা ও কালোমণি। বাড়ি থেকে না বলে চলে যাওয়াতে বাম্পি একটু রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দাদুর মূর্তি হয়ে যাওয়ার কারণ জানতে পারলেন ও টোফু ট্রিং এর করুণ গল্প তখন না কেঁদে পারলেন না। এক ব্যাঙের ছাতার জীবন এত দু:খের বাম্পি জানতেন না। ভাবতেন ওরা এই জগতে অনাদৃত। কেউ ওদের চায়না। তাই ওরা ছাতার মতন এখানে সেখানে গজিয়ে থাকে। অবহেলায় কাটে ওদের সমস্ত বেলা। কিন্তু ওদেরও সাম্রাজ্য আছে , হাসি বেদনা আছে , বাবা দাদু আছে সেটা শুনে অবাক হলেন--! তাঁর মতন একজন পন্ডিত মানুষ এটাও জানতেন না। নিজেকে আর পন্ডিত বলতে লজ্জা পাবেন যেমন আজ থেকে রেনাকে বুদ্ধু বলতে গেলে কষ্ট হবে।

আজ বুঝেছেন যে জ্ঞান ও শুকনো বইয়ের বাইরেও একটা জগৎ আছে। তার নাম ভালোবাসার জগৎ। সেখানে কেউ বোকা নয় , চালাকও নয়। কেউ ফার্স্ট নয় ফেলুয়াও নয়। সবাই সেখানে ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে চাতক পাখির মতন চেয়ে থাকে। আর একটু স্নেহ মমতা পেলেই ফুটে ওঠে ফুলের কলির মতন। আর সেই জগৎ-টাই বেশি ভালো।

রেনা আরো জানালো যে টোফু ট্রিং ওকে একটা লিঙ্ক দিয়েছে। ওদের কথা আছে সেখানে, ইং-পরিবার---টোফু ট্রিং ,ক্রিং ,সফি ঘ্রীং ঘ্রীং ,কফিটফি বিং বিং বিং.....www.ingfamily.org

সেটা খুলতেই বাম্পি দেখেন , লেখা আছে , গোটা গোটা অক্ষরে :

RADIOTROPHIC FUNGI----These fungus species are known as radiotrophic fungi. They use the pigment melanin to convert

gamma and beta radiation into chemical energy for growth...(Internet Info)

Story , concept and illustrations by Gargi Bhattacharya

Source of images : Free website pixabay.com

Special thanks to pixabay .com